- **ই-গেজেট**: সংস্থার অধীন ফরিদপুর চিনিকলে পরীক্ষামূলকভাবে ই-গেজেট সফটওয়্যার Develop করে গত ২০১৪-১৫ আখমাড়াই মৌসুমে চালু করা হয়েছে। এই ই-গেজেট কার্যক্রমে সমূদয় আখ ক্রয় কর্মসূচী একটি গেজেটের মাধ্যমে ইস্যু করার জন্য কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এতে চাষীগণ মাড়াই মৌসুমে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন চাষী কোন দিন পুর্জি পাবে তা ই-পুর্জির ওয়েবসাইট (www.epurjee.info) এবং মিলের নোটিশ বোর্ড থেকে চাষীগণের জানার সুযোগ রয়েছে। ২০১৪-১৫ মাড়াই মৌসুমে ফরিদপুর সুগার মিলে পরীক্ষামূলকভাবে ই-গেজেট চালু করার পর কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় তা সংশোধনপূর্বক গত ২০১৫-১৬ মাড়াই মৌসুমে সফলভাবে উক্ত ই-গেজেট চালানো সম্ভব হয়েছে। ই-গেজেটের মাধ্যমে চাষীগণ সমহারে পুর্জি পাওয়ায় মিলের সকল আখচাষী আখ চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে আখচাষীগণ আখ রোপণে উৎসাহ পাচ্ছে। ই-গেজেট এর কার্যক্রম ফরিদপুর সুগার মিলে সফলভাবে চালু করার প্রেক্ষিতে উল্লেখিত ই- গেজেট কার্যক্রম আগামী ২০১৬-১৭ মাড়াই মৌসুমে অন্যান্য চিনিকলে তা চালুকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফরিদপুর সুগার মিলে ইলেকট্রনিক পুর্জি ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারের মাধ্যমে অটোমেটিক পুর্জি প্রিন্টিং সিস্টেম, আখ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংবলিত পূর্ণাংগরুপে এমআইএস রিপোর্ট কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম আগামী ২০১৬-১৭ আখ মাড়াই মৌসুমে শুরু থেকে শেষ অবধি পূর্ণাংগরুপে চালু করা হবে। এতে মিলের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী নির্ভূলভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করা যবে। যার জন্য একদিকে আখ ক্রয়ে হিসেবের স্বচ্ছতা, সময় অপচয় রোধ করা , জনবল হ্রাস করা ও মিলের আর্থিক সাশ্রয় করা যাবে ।

১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরেরনামঃ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

২) শিরোনামঃ "যুক্ত হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের পাতায় আরেকটি সার্থকতার মাইল ফলক, ই-গেজেট"।

জেনে নেই, ই-গেজেট কি? এবং কেন?

গেজেট এর ডিজিটাল রূপান্তর হল ই-গেজেট। মুলত গেজেট হল আখ চাষিদের পুর্জি বিতরনের দিন সুচী ও সঠিক পুর্জি বিন্যাস। অর্থাৎ একজন চাষি মৌসুমের কোন তারিখে কতটি পুর্জি পাবে তার ধারাবাহিক কর্মসূচী।

৩) সমস্যাঃ

পূর্বে গেজেট হত ম্যানুয়ালী, যা প্রস্তুত করতো সিডিই, সিএসআই এবং আখ চাষি প্রতিনিধি। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যেত অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, সুষ্ঠু বন্টনের অভাব। আর এ নিয়ে পুরো আখ মাড়াই মৌসুম জুড়ে লেগে থাকত আখ চাষি ও মিলের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে নানা অসন্তোষ। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর ছোট বড় অনেক আখ চাষিই আখ চাষ থেকে বিরত থাকত। ফলে দিনে দিনে আখ চাষ কমে যাওয়ায় ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে মিল তথা বাংলাদেশের চিনি উৎপাদন।

৪) সমাধানের পদ্ধতিঃ

বর্তমানে পূর্জি গেজেট পদ্ধতিটিকে ডিজিটালে রূপদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ই-গেজেট তৈরী করা হয়েছে। কম্পিউটারাইজড্ পদ্ধতিতে সফট্ওয়ারের মাধ্যমে সুষ্ঠ ও নির্ভূল ভাবে মিলের ইউনিট ও সেন্টার ভিত্তিক ই-গেজেট তৈরী করা হচ্ছে। ফলে এখন চাষিরা পুরো মাড়াই মৌসুমের পুর্জি প্রাপ্তির তথ্য আগেই মোবাইল ম্যাসেজ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারছে। এমনকি ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র ও অনলাইনের মাধ্যমেও জানতে পারছে। এর সুফলে চাপ মুক্ত হয়েছে মিল পর্যায়ের মাঠ কর্মীরা। দৌরাত্ব কমেছে সুবিধাভোগীদের।

৫) উদ্ভাবনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিষন ২০২১ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএসএফআইসি বদ্ধ পরিকর। সে আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বিএসএফআইসি'র একটি ক্ষুদ্র কার্যক্রম এ ই-গেজেট। কৃষক পর্যায়ে তাদের পুর্জি বিতরন ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড ভাবে সমহারে বন্টন করা সম্ভব হয়েছে এ ই-গেজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।

২০.০৪.২০২১

মোঃ আতাউর রহমান খান
ডিজিএম (আইসিটি), বিএসএফআইসি

৬) উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থাঃ

ম্যানুয়ালী গেজেট প্রস্তুতের ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যেত অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, সুষ্ঠু বন্টনের অভাব। আর এ কারনে আখ চাষিদের মধ্যে নানা অসন্তোষ কাজ করত। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর ছোট বড় অনেক আখ চাষিই আখ চাষ থেকে বিরত থাকত। ফলে দিনে দিনে আখ চাষ কমে যাওয়ায় ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছিল মিল তথা বাংলাদেশের চিনি উৎপাদন।

৭) জনসেবায় ই-গেজেটের ভূমিকাঃ

চাষিরা পুরো মাড়াই মৌসুমের পুর্জি বিতরনের তথ্য আগেই মোবাইল ম্যাসেজ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানতে পারছে। এমনকি ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমেও জানতে পারছে। এর সুফলে চাপ মুক্ত হয়েছে মিল পর্যায়ের মাঠ কর্মীরা। দৌরাত্ব কমেছে সুবিধাভোগীদের। ই-গেজেট তথা এই ডিজিটাল কার্যক্রমের ফলে চাষি উপকৃত হচ্ছে,আস্থা ফিরে পেয়েছে ও নতুন করে আখ চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বৃদ্ধি পেয়েছে স্বচ্ছতা, নির্ভূলতা ও গতিশীলতা।

৮) শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

ম্যানুয়াল পদ্ধতির স্থলে সুষ্ঠু ডিজিটাল পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার নিকট বিএসএফআইসি'র ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে।

২০.০৪.২০২১

মোঃ আতাউর রহমান খান
ডিজিএম (আইসিটি), বিএসএফআইসি